Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আত্মশুদ্ধি বা তাযকিয়া

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাসুমা আক্তার সাথী
রোলঃ 228020407

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আত্মশুদ্ধি বা তাযকিয়া

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাসুমা আক্তার সাথী

রোলঃ 228020407

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " আত্মশুদ্ধি বা তাযকিয়া " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আত্মশুদ্ধি বা তাযকিয়া, আইডিঃ 228020407 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ আত্মশুদ্ধি বা তাযকিয়া ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: মুজিবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

মাসুমা আক্তার

(স্বাক্ষর)

মাসুমা আক্তার সাথী

আইডিঃ 228020407

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

আত্মশুদ্ধি বা তাযকিয়া কি? 5

আত্মশুদ্ধির উপায় ও পদ্ধতি..7

ভূমিকা: আত্মশুদ্ধি মানে নিজের ভেতরের নেতিবাচকতা, দুর্বলতা, পাপ এবং খারাপ গুণাবলি থেকে মুক্ত হয়ে নিজের চিন্তা, মন ও আচরণকে শুদ্ধ ও উন্নত করা। এটি একজন মানুষকে নৈতিক ও আত্মিক উৎকর্ষের পথে পরিচালিত করে। আত্মশুদ্ধি ছাড়া প্রকৃত অর্থে সুখ, শান্তি ও মুক্তি সম্ভব নয়।..7

আত্মশুদ্ধির পথে প্রতিবন্ধকতা:..10

সমকালীন সমাজে আত্মশুদ্ধির প্রাসঙ্গিকতা:..11

পরিবারে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান 14

হাদিসের আলোকে আত্মশুদ্ধি:..16

সাহাবিদের আত্মশুদ্ধির অনুশীলন:..18

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে উন্নত সমাজ গঠনের রূপরেখা:..19

আত্মশুদ্ধির প্রতিবন্ধকতা:..21

৭. জ্ঞান ও উপলব্ধির অভাব 22

আত্মশুদ্ধি বা তাযকিয়া কি?

আত্মশুদ্ধি বা **তাযকিয়া** (তাসকিয়াহ, تَزْكِيَة) একটি ইসলামী ধারণা, যার অর্থ হচ্ছে আত্মার পরিশুদ্ধি ও পরিপূর্ণতা অর্জন। এটি নফস বা আত্মার খারাপ গুণাবলি দূর করে ভালো গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার প্রচেষ্টা।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

- **শব্দমূল:** তাযকিয়া শব্দটি এসেছে আরবি "زَكَّى" (যাক্কা) ক্রিয়াপদ থেকে, যার অর্থ পবিত্র করা, বৃদ্ধি করা বা উন্নত করা।
- **উদ্দেশ্য:** আত্মাকে অহংকার, হিংসা, লোভ, কু-প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত করে তাকওয়া (আল্লাহভীতি), ধৈর্য, বিনয়, খালিস নিয়ত ইত্যাদি গুণাবলিতে পরিপূর্ণ করা।
- **কোরআনে উল্লেখ:**
    1. **"সফল সেই ব্যক্তি যে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে..."** – (সূরা আশ-শামস: ৯)
- **প্রক্রিয়া:**
    1. আত্মসমালোচনা ও নিজেকে চেনা
    2. তাওবা ও ইস্তিগফার করা
    3. নিয়মিত ইবাদত, বিশেষত সালাত, কুরআন তিলাওয়াত ও জিকির করা
    4. ভালো মানুষদের সঙ্গ গ্রহণ
    5. নিয়মিত নিজের নিয়ত ও কাজের পর্যালোচনা করা

তাযকিয়া শুধু বাহ্যিক আচার-আচরণ নয়, বরং অন্তরের শুদ্ধতার বিষয় – যা একজন মুমিনকে আল্লাহর আরও কাছাকাছি নিয়ে যায়।

আত্মশুদ্ধির পরিচয় ও গুরুত্ব (কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে):

আত্মশুদ্ধির পরিচয় ও গুরুত্ব (কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে)

আত্মশুদ্ধির পরিচয়:

আত্মশুদ্ধি (তাযকিয়াতুন্নাফস) শব্দটি আরবি "تَزْكِيَةُ النَّفْس" থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা, অভ্যন্তরীণ কলুষতা ও খারাপ গুণাবলী থেকে মুক্ত করা এবং উত্তম চরিত্র, নৈতিকতা ও আল্লাহভীতির গুণে গুণান্বিত করা। এটি

ইসলামের একটি মৌলিক শিক্ষার অংশ, যার মাধ্যমে একজন মানুষ তার চিন্তা, আচার-আচরণ, এবং অন্তরের অবস্থাকে শুদ্ধ করে।

আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব:

কুরআনের আলোকে:

১. আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সফলতা অর্জন:

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا

"নিশ্চয়ই সে সফল, যে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে, আর সে ব্যর্থ, যে একে কলুষিত করেছে।"

(সূরা আশ-শামস: ৯-১০)

২. পরিশুদ্ধ আত্মাই জান্নাতে প্রবেশ করবে:

يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيم

"সেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবে না; বরং উপকারে আসবে কেবল সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর কাছে পবিত্র হৃদয় নিয়ে আসবে।"

(সূরা আশ-শুআরা: ৮৮-৮৯)

৩. আল্লাহ পবিত্রদের ভালোবাসেন:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِين

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারী ও আত্মশুদ্ধি অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।"

(সূরা আল-বাকারা: ২২২)

সুন্নাহর আলোকে:

১. রাসূল (সা.) আত্মশুদ্ধির জন্যই প্রেরিত হয়েছেন:

"আমি প্রেরিত হয়েছি নৈতিকতার উৎকৃষ্টতা পরিপূর্ণ করার জন্য।"

(সহিহ বুখারি, আদবুল মুফরাদ)

২. দোয়ার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি কামনা করা: রাসূল (সা.) দোয়া করতেন—

"হে আল্লাহ! আমার আত্মাকে তুমি পরিশুদ্ধ করে দাও। তুমি তো একে উত্তমভাবে পরিশুদ্ধ করতে পারো। তুমি তার অভিভাবক ও অভ্যন্তরীণ রক্ষক।" *(সহিহ মুসলিম: ২৭২২)*

৩. **সাহাবিদের আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব বোঝানো:** রাসূল (সা.) সাহাবিদের শিখাতেন, কিভাবে তারা খারাপ গুণাবলি থেকে বেঁচে থাকবেন এবং আল্লাহভীতি ও উত্তম চরিত্রের চর্চা করবেন। তিনি নিজেই ছিলেন জীবন্ত উদাহরন।

আত্মশুদ্ধির উপায় ও পদ্ধতি

ভূমিকা:

আত্মশুদ্ধি মানে নিজের ভেতরের নেতিবাচকতা, দুর্বলতা, পাপ এবং খারাপ গুণাবলি থেকে মুক্ত হয়ে নিজের চিন্তা, মন ও আচরণকে শুদ্ধ ও উন্নত করা। এটি একজন মানুষকে নৈতিক ও আত্মিক উৎকর্ষের পথে পরিচালিত করে। আত্মশুদ্ধি ছাড়া প্রকৃত অর্থে সুখ, শান্তি ও মুক্তি সম্ভব নয়।

---

১. আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব

আত্মশুদ্ধি মানুষের চরিত্র গঠনে এবং সমাজে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করতে সাহায্য করে। একজন আত্মশুদ্ধ মানুষ দায়িত্বশীল, সহনশীল এবং সদাচারী হন। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মশুদ্ধি হলো আত্মার পরিশুদ্ধি, যা মানুষকে আল্লাহর নৈকট্যে নিয়ে যায়।

---

২. আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা

- **নৈতিক অবক্ষয় রোধে**
- **আত্মিক প্রশান্তি লাভে**
- **পার্থিব ও পারলৌকিক উন্নতির জন্য**
- **আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মান বৃদ্ধিতে**
- **সমাজে শান্তি, সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্ব গঠনে**

---

৩. আত্মশুদ্ধির উপায় ও পদ্ধতি

ক. আত্মপর্যালোচনা (Self-Reflection):

প্রতিদিন নিজেকে বিশ্লেষণ করা, নিজের কাজ, কথা ও আচরণ নিয়ে চিন্তা করা। কোনো ভুল হলে তা স্বীকার করে সংশোধনের চেষ্টা করা।

খ. আত্মনিয়ন্ত্রণ (Self-Control):

রাগ, হিংসা, লোভ, অহংকার ইত্যাদি দমন করা। নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখা আত্মশুদ্ধির অন্যতম ভিত্তি।

গ. নিয়মিত ইবাদত ও উপাসনা:

নামাজ, রোজা, ধ্যান, প্রার্থনা ইত্যাদি আত্মিক প্রশান্তি এনে দেয় এবং অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে।

ঘ. ভালো মানুষের সঙ্গ:

সৎ ও চরিত্রবান মানুষের সংস্পর্শে থাকলে আত্মশুদ্ধির পথ সহজ হয়।

ঙ. পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পাঠ:

কুরআন, গীতা, বাইবেল, ত্রিপিটক ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ পাঠে মানুষ সঠিক পথ ও জ্ঞান লাভ করে, যা আত্মশুদ্ধিতে সাহায্য করে।

চ. দান, দয়া ও পরোপকার:

অন্যের উপকারে আসা, দান করা এবং সহানুভূতিশীল হওয়া আত্মাকে শুদ্ধ করে এবং আত্মতৃপ্তি দেয়।

---

৪. আত্মশুদ্ধির পথে বাধা

- অহংকার
- লোভ
- অন্যকে ঘৃণা করা
- আত্মঅহমিকা
- আত্মপ্রবঞ্চনা
- সময়ের অপচয়
- খারাপ সঙ্গ

---

৫. আত্মশুদ্ধির ধাপসমূহ

প্রথম ধাপ: সচেতনতা সৃষ্টি

নিজের ভেতরের খারাপ দিকগুলো চিনে তা থেকে মুক্ত হওয়ার সংকল্প করা।

দ্বিতীয় ধাপ: আত্মসমালোচনা

নিজের ভুলগুলো খুঁজে বের করে তা সংশোধনের প্রচেষ্টা করা।

তৃতীয় ধাপ: আত্মসংশোধন

নিজেকে উন্নত চরিত্র ও সদাচারের মাধ্যমে গঠন করা।

চতুর্থ ধাপ: আত্মউন্নয়ন

জ্ঞানার্জন, ভালো কাজ ও আত্মনিবেদন দ্বারা নিজেকে আরও উন্নত করা।

---

৬. ধর্ম অনুযায়ী আত্মশুদ্ধি

ইসলাম মতে:

ইখলাস, তওবা, তাকওয়া, নামাজ, সিয়াম, জাকাত, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদির মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জন হয়।

হিন্দু ধর্ম মতে:

ধ্যান, জপ, সাধনা, সৎকর্ম এবং ধর্মীয় আচরণ দ্বারা আত্মশুদ্ধি সাধন হয়।

বৌদ্ধ মতে:

অহিংসা, মৈত্রী, করুণা, সত্ত্বশুদ্ধি, ধ্যান ও মৈত্রীবান্ধব চর্চা আত্মশুদ্ধির উপায়।

খ্রিষ্টান মতে:

প্রার্থনা, পবিত্র বাইবেল পাঠ, উপবাস এবং খ্রিষ্টীয় জীবনের চর্চা আত্মশুদ্ধির অংশ।

---

৭. আধুনিক প্রেক্ষাপটে আত্মশুদ্ধি

- ডিজিটাল বিভ্রান্তি থেকে বিরত থাকা
- সোশ্যাল মিডিয়ার নেতিবাচক প্রভাব এড়ানো
- নিয়মিত মেডিটেশন ও জার্নালিং
- মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা
- নৈতিক শিক্ষা ও আচরণ উন্নয়ন

---

৮. আত্মশুদ্ধির ফলাফল

- **মানসিক শান্তি**
- **উন্নত ব্যক্তিত্ব**
- **সমাজে মর্যাদা**
- **আত্মিক তৃপ্তি**
- **আল্লাহর নৈকট্য লাভ (ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী)**

আত্মশুদ্ধির পথে প্রতিবন্ধকতা:

"আত্মশুদ্ধির পথে প্রতিবন্ধকতা" একটি গভীর ভাবনাসঞ্চারী বিষয়। আত্মশুদ্ধি বা আত্মশোধনের পথে চলতে গিয়ে মানুষ নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। নিচে এই প্রতিবন্ধকতাগুলোর কিছু ব্যাখ্যা দেওয়া হলো:

১. আত্মঅহংকার ও অহংবোধ

মানুষের নিজের সম্পর্কে অতিরিক্ত গর্ব বা আত্মঅহংকার আত্মশুদ্ধির পথে বড় বাধা। এটি মানুষকে নিজের ভুল বুঝতে এবং স্বীকার করতে বাধা দেয়।

২. আবেগের দাসত্ব

রাগ, হিংসা, লোভ, মোহ, ঈর্ষা ইত্যাদি আবেগ নিয়ন্ত্রণ না করতে পারলে তা আত্মশুদ্ধির পথে বিপর্যয় ডেকে আনে।

৩. পরিবেশ ও সঙ্গ

অসৎ বা নেতিবাচক সঙ্গ ও পরিবেশ আত্মগঠনকে ব্যাহত করে। খারাপ সঙ্গ মানুষের চিন্তাভাবনায় প্রভাব ফেলে।

৪. আত্মসমালোচনার অভাব

নিজেকে বিশ্লেষণ না করা বা আত্মসমালোচনার ক্ষমতা না থাকা আত্মশুদ্ধির অগ্রগতিকে রোধ করে।

৫. আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি

নিজেকে পরিবর্তনের ক্ষমতা নেই মনে করলে বা নিজের উপর আস্থা না থাকলে আত্মশুদ্ধি অসম্ভব হয়ে পড়ে।

৬. আধ্যাত্মিক অনুশীলনের অভাব

ধ্যান, প্রার্থনা, আত্মজিজ্ঞাসা ইত্যাদি অভ্যাস না থাকলে অন্তর্দৃষ্টি আসে না এবং আত্মার উন্নতি ধীর হয়ে যায়।

৭. সামাজিক চাপ ও প্রলোভন

পরিবার, সমাজ, বন্ধুদের প্রত্যাশা এবং ভোগবাদের সংস্কৃতি অনেক সময় মানুষকে নিজের সত্য পথে চলতে দেয় না।

সমকালীন সমাজে আত্মশুদ্ধির প্রাসঙ্গিকতা:

বর্তমান সমাজ নানা সংকটে জর্জরিত—নৈতিক অবক্ষয়, আত্মকেন্দ্রিকতা, সামাজিক বিভেদ, রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা, এবং প্রযুক্তিনির্ভর জীবনের যান্ত্রিকতা। এই পরিস্থিতিতে আত্মশুদ্ধি বা আত্মগঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী বিষয় হয়ে উঠেছে। আত্মশুদ্ধি কেবল ব্যক্তিগত উন্নয়ন নয়, বরং সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নেরও ভিত্তি।

১. আত্মশুদ্ধি কী ও কেন প্রয়োজন?

আত্মশুদ্ধির সংজ্ঞা (নৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ)

আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মউন্নয়নের ভূমিকা

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে নৈতিক মান উন্নয়ন

২. সমকালীন সমাজের চিত্র

প্রযুক্তির প্রভাব ও মানুষের যান্ত্রিকতা

ভোগবাদ ও আত্মকেন্দ্রিকতার বাড়বাড়ন্ত

সামাজিক বিভাজন ও সহনশীলতার অভাব

মানসিক স্বাস্থ্য ও উদ্বেগের প্রসার

৩. আত্মশুদ্ধির আলোকে নৈতিক অবক্ষয়ের প্রতিকার

আত্মসংযম ও ধৈর্যের চর্চা

সহমর্মিতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ

উদারতা ও আন্তরিকতার বিকাশ

ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক অনুশীলনের গুরুত্ব

৪. শিক্ষা ও আত্মশুদ্ধি

পাঠ্যক্রমে নৈতিক শিক্ষা সংযোজন

শিক্ষকদের রোল মডেল হিসেবে আত্মশুদ্ধির চর্চা

শিক্ষার্থীদের আত্মমূল্যায়ন ও চারিত্রিক গঠন

৫. আত্মশুদ্ধি ও নেতৃত্ব

নৈতিক নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা

ব্যক্তিত্ববান ও আত্মসচেতন নেতার প্রভাব

প্রশাসন ও রাজনীতিতে স্বচ্ছতা আনার মাধ্যম

৬. আত্মশুদ্ধি ও প্রযুক্তি-নির্ভর জীবন

সোশ্যাল মিডিয়ার নেতিবাচক প্রভাব

ডিজিটাল ডিটক্স ও মানসিক বিশ্রামের প্রয়োজন

ভার্চুয়াল বাস্তবতায় আত্মনিয়ন্ত্রণের চর্চা

৭. আত্মশুদ্ধির সামাজিক প্রভাব

পরিবারে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান

সমাজে সহনশীলতা ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি

অপরাধ প্রবণতা হ্রাস ও শান্তি প্রতিষ্ঠা

কুরানের আলোকে আত্মশুদ্ধি:

কুরআনের আলোকে আত্মশুদ্ধি (তাযকিয়াতুন নাফস) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বহু আয়াতে আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। নিচে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক কুরআনি আয়াত ও তার বাংলা অনুবাদ দেওয়া হলো:

---

১. সূরা আশ-শামস (৯১:৭-১০)

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّىٰهَا ﴿٧﴾
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا ﴿٨﴾
قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ﴿٩﴾
وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا ﴿١٠﴾

বাংলা অনুবাদ:

৭. আর সেই প্রাণের শপথ, যাকে তিনি সুবিন্যস্ত করেছেন।
৮. এরপর তাকে তার গোনাহ ও তাকওয়া (পুণ্য) এর জ্ঞান দান করেছেন।
৯. সফল হয়েছে সে ব্যক্তি, যে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে।
১০. আর ব্যর্থ হয়েছে সে, যে তাকে কলুষিত করেছে।

---

২. সূরা আল-আ'লা (৮৭:১৪-১৫)

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿١٤﴾
وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ ﴿١٥﴾

বাংলা অনুবাদ:

১৪. নিশ্চয়ই সফল সে ব্যক্তি, যে আত্মশুদ্ধি অর্জন করেছে,
১৫. এবং তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করেছে ও সালাত আদায় করেছে।

---

৩. সূরা আল-বাকারা (২:২২২)

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ

বাংলা অনুবাদ:

নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদেরকে ভালোবাসেন এবং যারা নিজেদের পবিত্র রাখে তাদেরও ভালোবাসেন।

---

৪. সূরা আল-হাশর (৫৯:১৯)

وَلَا تَكُونُوا كَٱلَّذِينَ نَسُوا ٱللَّهَ فَأَنسَىٰهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ

বাংলা অনুবাদ:

তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহ তাদেরকে নিজেদেরই ভুলিয়ে দিয়েছেন। তারাই হলো সত্যচ্যুত (ফাসিক)।

এই আয়াতগুলো আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের গভীর উপলব্ধি দেয়। আত্মশুদ্ধি কেবল আত্মিক উন্নতির পথ নয়, বরং এটি পার্থিব ও পরকালীন সফলতার চাবিকাঠিও বটে।

হাদিসের আলোকে আত্মশুদ্ধি:

মানবজীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ হলো আত্মশুদ্ধি বা আত্মার পরিশুদ্ধতা। ইসলাম আত্মশুদ্ধিকে ইবাদতের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করে। আত্মশুদ্ধি ছাড়া কোনো ব্যক্তি প্রকৃত মুসলিম হতে পারে না। কুরআন ও হাদিসে আত্মশুদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এই প্রবন্ধে হাদিসের আলোকে আত্মশুদ্ধির তাৎপর্য, পদ্ধতি এবং সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করা হবে।

---

১. আত্মশুদ্ধির সংজ্ঞা ও প্রয়োজনীয়তা:

আত্মশুদ্ধি অর্থ হলো অন্তরের কলুষতা দূর করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা। রাসুল (সা.) বলেছেন:
"সাবধান! শরীরের মধ্যে একটি মাংসপিণ্ড আছে, তা যদি শুদ্ধ হয়, তবে পুরো শরীর শুদ্ধ হয়, আর তা যদি বিকৃত হয়, তবে পুরো শরীর বিকৃত হয়। সাবধান! সেটি হলো অন্তর।"
— (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৫২)
এই হাদিসে বোঝা যায় যে আত্মার বা অন্তরের শুদ্ধতাই মানুষের যাবতীয় কার্যক্রমের ভিত্তি।

---

২. হাদিসে আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব:
হাদিসে রাসুল (সা.) আত্মশুদ্ধিকে ঈমানের পূর্ণতার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন। তিনি বলেন:
"মুসলমান সেই ব্যক্তি, যার মুখ ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।"
— (সহিহ বুখারি, হাদিস: ১০)
এই হাদিসে যে আত্মনিয়ন্ত্রণ, সহনশীলতা ও ভদ্রতা তুলে ধরা হয়েছে তা আত্মশুদ্ধির ফল।

---

৩. আত্মশুদ্ধির উপায়সমূহ (হাদিসের আলোকে):

ক. তাওবা ও ইস্তেগফার:

নবী (সা.) বলেছেন:

"আমি প্রতিদিন সত্তর বারও বেশি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই এবং তাঁর দিকে ফিরে আসি।"

— (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৫৯৪৮)

খ. নামাজ:

নামাজ আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে, কারণ তা খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। রাসুল (সা.) বলেন:

"যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যথাযথভাবে আদায় করে, তার পাপসমূহ পানির দ্বারা ধৌত হওয়া ময়লার মতো ধুয়ে যায়।"

— (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৫২৮)

গ. রাগ নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমাশীলতা:

রাসুল (সা.) বলেন:

"সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি সেই, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।"

— (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৬১১৪)

৪. আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠন:

রাসুল (সা.) বলেন:

"আমি উত্তম চরিত্র পরিপূর্ণ করার জন্যই প্রেরিত হয়েছি।"

— (মুয়াত্তা মালিক, হাদিস: ১৬০৯)

উত্তম চরিত্রই আত্মশুদ্ধির প্রকাশ। সততা, নম্রতা, সহনশীলতা, ধৈর্য ইত্যাদি গুণাবলী আত্মশুদ্ধির ফল।

---

৫. সমাজে আত্মশুদ্ধির প্রভাব:

যখন ব্যক্তি আত্মশুদ্ধি অর্জন করে, তখন সে অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়, সমাজে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে। হাদিসে রয়েছে:

"তোমরা মানুষের প্রতি সহজ করো, কঠিন করো না; সুসংবাদ দাও, বিরক্তি সৃষ্টি করো না।"

— (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৬৯)

৬. আত্মশুদ্ধির প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকার:
লোভ, হিংসা, অহংকার, কুপ্রবৃত্তি ইত্যাদি আত্মশুদ্ধির বড় বাধা। রাসুল (সা.) বলেছেন:
"হিংসা উত্তম কাজকে আগুনের মতো জ্বালিয়ে ফেলে।"
— (আবু দাউদ, হাদিস: ৪৯০৩)
প্রতিকার হলো—ধৈর্য, তাওবা, ইবাদতের মাধ্যমে আত্মাকে পরিশুদ্ধ রাখা।

---

৭. সমকালীন সমাজে আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা:
ভোগবাদী সমাজে মানুষ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে। এই সময়ে আত্মশুদ্ধি মানুষকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে আনে, ভ্রাতৃত্ববোধ ও মানবতা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে।

হাদিসে আত্মশুদ্ধিকে ঈমান ও মানবতার মূলভিত্তি হিসেবে দেখা হয়েছে। আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে ব্যক্তি পরিশুদ্ধ হয়, সমাজ উন্নত হয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব হবে।

সাহাবিদের আত্মশুদ্ধির অনুশীলন:

সাহাবিদের আত্মশুদ্ধির অনুশীলন ছিল এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, যা সমকালীন মুসলিম সমাজের জন্য পথনির্দেশক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তাঁরা নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রত্যক্ষ সাহচর্যে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা লাভ করে আত্মশুদ্ধিকে জীবনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্যে পরিণত করেছিলেন। নিচে সাহাবিদের আত্মশুদ্ধির কয়েকটি মূল দিক তুলে ধরা হলো:

১. তাওবা ও ইস্তিগফার (অনুতাপ ও ক্ষমা প্রার্থনা)

সাহাবিরা সদা-সর্বদা নিজেদের কাজ বিশ্লেষণ করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, ছোট ছোট গোনাহও অন্তরের ওপর প্রভাব ফেলে, তাই নিয়মিত তাওবা তাঁদের জীবনের অংশ ছিল।

উদাহরণ: হযরত আবু বকর (রা.)-এর একটি দোয়া ছিল – *"হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমার মধ্যে যে ভুল রয়েছে তা তুমি জানো, আমাকে হেদায়েত দাও এবং আমাকে সর্বোত্তম বানিয়ে দাও।"*

২. তাহাজ্জুদ ও নফল ইবাদত

সাহাবিরা রাতে তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করে আত্মার পরিশুদ্ধি করতেন। তাঁরা দিনের পরিশ্রম শেষে রাতে একান্তে আল্লাহর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতেন।

৩. সত্যবাদিতা ও আমানতদারি

তাঁদের চরিত্রে সত্যবাদিতা ছিল অন্যতম গুণ। তাঁরা নিজেদের প্রতিটি কথা ও কাজে সততা বজায় রাখতেন এবং আল্লাহকে ভয় করে কথা বলতেন।

৪. দুনিয়ার মোহ থেকে মুক্ত থাকা

সাহাবিরা দুনিয়ার ভোগবিলাসে আসক্ত ছিলেন না। তাঁরা দুনিয়াকে ক্ষণস্থায়ী মনে করে পরকালকে প্রাধান্য দিতেন। এজন্য তাঁরা সম্পদ, ক্ষমতা বা খ্যাতির পেছনে ছোটেননি।

৫. আত্মসমালোচনা ও আত্মজিজ্ঞাসা

সাহাবিরা সবসময় নিজেদের কাজ পর্যালোচনা করতেন—"আমি যা করলাম, তা কি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়েছে?" এই আত্মজিজ্ঞাসা তাঁদের আত্মশুদ্ধির বড় মাধ্যম ছিল।

৬. কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী জীবনযাপন

তাঁরা কুরআনের আয়াত ও নবীর (সা.) হাদীস শুনেই তা হৃদয়ে গ্রহণ করতেন এবং বাস্তব জীবনে তা কার্যকর করতেন। এই আমল তাঁদের অন্তরকে শুদ্ধ ও ঈমানকে মজবুত করত।

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে উন্নত সমাজ গঠনের রূপরেখা:

সমাজ গঠনের মূল ভিত্তি হলো ব্যক্তি। একটি সমাজ তখনই উন্নত হতে পারে, যখন তার প্রতিটি ব্যক্তি নৈতিকভাবে সুশৃঙ্খল ও আত্মিকভাবে পরিশুদ্ধ। আত্মশুদ্ধি মানে হলো নিজের ভেতরের দোষত্রুটি, খারাপ অভ্যাস ও নেতিবাচক প্রবৃত্তিগুলোকে

চিনে সেগুলো থেকে মুক্ত হওয়া এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন। এই আত্মশুদ্ধিই একটি উন্নত, মানবিক, শান্তিপূর্ণ সমাজের মূল চালিকাশক্তি।

১. আত্মশুদ্ধির সংজ্ঞা ও তাৎপর্য:

আত্মশুদ্ধি হলো আত্মার যাবতীয় কলুষতা দূর করে তাকে সদগুণে ভরিয়ে তোলা। ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান – সব ধর্মেই আত্মশুদ্ধিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক অনুশীলন হিসেবে দেখা হয়েছে। একজন আত্মশুদ্ধ ব্যক্তি অন্যের ক্ষতি করেন না, বরং কল্যাণে ব্রতী থাকেন।

২. আত্মশুদ্ধ ব্যক্তি কেমন সমাজ গড়ে তোলেন:

- **নৈতিক সমাজ:** আত্মশুদ্ধ মানুষ সত্যবাদী, সদাচারী, দানশীল ও সহনশীল হন। এর ফলে সমাজে বিশ্বাস, সম্প্রীতি ও ন্যায়বোধ গড়ে ওঠে।
- **দায়িত্বশীল নাগরিক:** আত্মশুদ্ধ ব্যক্তি সমাজের নিয়ম-কানুন মেনে চলেন, দুর্নীতিকে ঘৃণা করেন এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী হন।
- **সহানুভূতিশীল সমাজ:** আত্মশুদ্ধ মানুষ দয়া ও সহানুভূতির মাধ্যমে সমাজে পারস্পরিক সহাবস্থানের পরিবেশ গড়ে তোলেন।

৩. আত্মশুদ্ধির উপায়:

- **ধর্মীয় অনুশীলন:** নামাজ, প্রার্থনা, ধ্যান, উপবাসের মতো আধ্যাত্মিক অভ্যাস আত্মশুদ্ধিতে সহায়ক।
- **আত্মসমালোচনা ও আত্মপর্যালোচনা:** প্রতিদিন নিজের কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করে ভালো-মন্দ বিচার করা।
- **নৈতিক শিক্ষা ও ভালো সংস্পর্শ:** উত্তম চরিত্রবান ব্যক্তির সান্নিধ্য ও নৈতিক বইপত্র পাঠ আত্মিক উন্নয়নে সহায়তা করে।

৪. আত্মশুদ্ধ সমাজের বৈশিষ্ট্য:

- সহিংসতা ও বৈষম্যহীন পরিবেশ
- শিক্ষা ও মূল্যবোধে সমৃদ্ধ নাগরিক
- পরিবেশ, নারী, শিশু ও পশুদের প্রতি সম্মানবোধ
- শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান

আত্মশুদ্ধি কোনো একক চর্চা নয়; এটি একটি ধারাবাহিক আত্মিক অনুশীলন, যা ব্যক্তিকে উন্নত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে এবং সমগ্র সমাজকে শান্তিপূর্ণ ও

ন্যায়ভিত্তিক করে তোলে। তাই আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব অনস্বীকার্য – এটি হলো উন্নত সমাজ গঠনের প্রথম ধাপ।

আত্মশুদ্ধির প্রতিবন্ধকতা:

নিচে আত্মশুদ্ধির প্রতিবন্ধকতাগুলো বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হলো:

---

১. অহংকার ও আত্মপ্রশংসা

অহংকার এমন একটি মারাত্মক চারিত্রিক ব্যাধি যা মানুষকে নিজের দোষত্রুটি বুঝতে দেয় না। একজন অহঙ্কারী ব্যক্তি নিজেকে সবসময় সঠিক ভাবে এবং অন্যদের ভুল ধরে। সে আত্মসমালোচনা থেকে বঞ্চিত হয়, ফলে আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। ইসলাম অহংকারকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। হাদীসে এসেছে, "যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" (সহীহ মুসলিম)

---

২. গাফেলতা (অলসতা ও ধর্মীয় উদাসীনতা)

আল্লাহর স্মরণ, ইবাদত ও আত্মসংযম থেকে গাফেল থাকা আত্মশুদ্ধির সবচেয়ে বড় অন্তরায়। যারা নামাজ, কোরআন তিলাওয়াত, দোয়া-দরূদ, ইস্তিগফার ইত্যাদি আমল থেকে দূরে থাকে, তারা নিজেদের আত্মার পবিত্রতা হারিয়ে ফেলে। গাফেলতা মানুষকে দুনিয়ার মোহে আবিষ্ট করে রাখে এবং পরকালের চিন্তা দূরে ঠেলে দেয়।

---

৩. খারাপ সঙ্গ

মানুষ যাদের সঙ্গে মেশে, তাদের আচরণ ও মনোভাব অনেকটা নিজের মধ্যে ধারণ করে। যদি কারো সঙ্গী হয় গুনাহগার, ধৃষ্ট, মিথ্যাবাদী বা অন্যায়কর্মে লিপ্ত, তাহলে তার মধ্যেও সেই দোষগুলো সহজে ছড়িয়ে পড়ে। আত্মশুদ্ধির জন্য ভালো বন্ধু-বান্ধব, পরহেজগার ও সৎ মানুষের সাহচর্য অপরিহার্য।

---

৪. প্রবৃত্তির দাসত্ব (নফসের অনুসরণ)
মানুষের অন্তরের ভেতরেই রয়েছে এক প্রবল শক্তি—নফস বা কামনা-বাসনা। এই নফস যদি নিয়ন্ত্রণ না করা হয়, তবে তা মানুষকে গুনাহ, লালসা, হিংসা, লোভ, পরচর্চা, ব্যভিচার, মাদকাসক্তি ইত্যাদির দিকে টেনে নিয়ে যায়। আত্মশুদ্ধির প্রধান শর্ত হলো নিজের নফসকে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে নিয়ন্ত্রণ করা।

---

৫. দুনিয়াপ্রীতি ও ভোগবিলাস
অত্যধিক দুনিয়ার মোহে পড়লে মানুষ পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনের পিছনে ছুটতে গিয়ে আত্মিক উন্নতির কথা ভুলে যায়। বিলাসিতা, সম্পদের অহংকার, পদমর্যাদার লোভ ইত্যাদি আত্মশুদ্ধির পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন: "দুনিয়াপ্রেম সকল পাপের মূল।"

---

৬. গুনাহর উপর অনুশোচনাহীনতা
যে ব্যক্তি নিজের গুনাহ সম্পর্কে সচেতন নয় বা তা নিয়ে অনুশোচনা করে না, তার পক্ষে আত্মশুদ্ধি অর্জন করা অসম্ভব। আত্মশুদ্ধির প্রথম ধাপ হলো—নিজের ভুল স্বীকার করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া ও তওবা করা। হাদীসে এসেছে: "তওবাকারী ব্যক্তি সেই ব্যক্তির মতো, যে কখনো গুনাহ করে নি।" (ইবনে মাজাহ)

৭. জ্ঞান ও উপলব্ধির অভাব

আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা যারা বোঝে না, তারা আত্মার পরিচর্যার প্রতি উদাসীন থাকে। ধর্মীয় শিক্ষা, কোরআন ও হাদীস অধ্যয়ন, ওলিদের জীবনী পাঠ ইত্যাদি আত্মশুদ্ধির জ্ঞান দেয়। এই জ্ঞান না থাকলে মানুষ কেবল বাহ্যিক উন্নতিতে মনোযোগী হয়, যা আত্মিক দিক থেকে তাকে শূন্য করে তোলে।
উপসংহার:

আত্মশুদ্ধি মানব জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য ও মৌলিক অনুষঙ্গ। এটি কেবল ব্যক্তি পর্যায়ে নৈতিক উন্নয়নের বাহক নয়, বরং সমগ্র সমাজের গঠনমূলক রূপান্তরের অন্যতম চালিকাশক্তি। বর্তমান বিশ্বে যখন নৈতিক অবক্ষয়, ভোগবাদ, অসহিষ্ণুতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা আরও

তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। একজন ব্যক্তি যখন নিজের অন্তরকে কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, অহংকার প্রভৃতি নেতিবাচক প্রবণতা থেকে মুক্ত করে, তখনই তার মধ্যে সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের বিকাশ ঘটে। এই আত্মিক বিশুদ্ধতাই মানুষকে সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে।

ইসলাম ধর্মে আত্মশুদ্ধিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুশীলন হিসেবে দেখা হয়েছে। পবিত্র হাদীস শরীফে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেন, “সাবধান! দেহে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে; তা যদি ঠিক থাকে, তবে গোটা দেহই ঠিক থাকে। আর তা যদি বিগড়ে যায়, তবে গোটা দেহই বিগড়ে যায়। সেটি হলো অন্তর।” (বুখারী ও মুসলিম)। এই হাদীস আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, আত্মশুদ্ধির মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে অন্তর বা হৃদয়। অন্তরের শুদ্ধতা ছাড়া বাহ্যিক আচার-আচরণ যতই শোভন হোক না কেন, তা প্রকৃত অর্থে ঈমানদারিত্বের প্রতিফলন ঘটায় না।

আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য প্রয়োজন নিয়মিত আত্মমূল্যায়ন, আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ। রোজা, নামাজ, দান-সদকা, তাওবা, ইস্তেগফার, কুরআন তিলাওয়াত, নবীর জীবনী অধ্যয়ন ইত্যাদি আত্মশুদ্ধির পথের অন্যতম সহায়ক উপায়। এছাড়া, সৎ মানুষের সংস্পর্শে থাকা, নিজের ত্রুটি স্বীকার করা, বিনয়ী হওয়া, অহংকার ও হিংসা থেকে দূরে থাকা আত্মশুদ্ধির পথে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

আধুনিক সমাজে আত্মশুদ্ধির অভাবের কারণে পারিবারিক বন্ধন শিথিল হচ্ছে, সামাজিক অন্যায় ও দুর্নীতি বেড়ে চলেছে, এবং মানুষ আত্মকেন্দ্রিক জীবনে বন্দী হয়ে পড়ছে। এই প্রেক্ষাপটে আত্মশুদ্ধি কেবল একটি ধর্মীয় অনুশাসন নয়, বরং একটি প্রয়োজনীয় সামাজিক ও মানবিক চেতনা। আত্মশুদ্ধ মানুষই পারে সত্যিকার অর্থে ন্যায়, সদাচার ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করতে।

অতএব, আত্মশুদ্ধি চর্চা ও চেতনার পুনর্জাগরণ বর্তমান সময়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ব্যক্তি যদি নিজেকে শুদ্ধ করতে পারে, তবে সমাজও ধীরে ধীরে পরিশুদ্ধ হবে। আত্মশুদ্ধির আলোয় উদ্ভাসিত একটি সমাজ হবে শান্তিপূর্ণ, ন্যায়ভিত্তিক ও মানবিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ। সেই সমাজেই প্রতিষ্ঠা পাবে প্রকৃত শান্তি, উন্নতি ও কল্যাণ।